নিবেদন

স্বদেশী আন্দোলনের সময় (ঐতিহাসিক কালসীমা ৭ আগস্ট ১৯০৫ থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯১১) এবং তার কিছু আগে-পরে স্বদেশীভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে কিছু কিছু পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে স্বদেশী ভাব ও তার বিচিত্র কর্মকাণ্ড প্রচারের জন্য। রবীন্দ্রনাথও এই উদ্দীপনার শরিক হয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে কবির যোগ ছিল নিবিড়। সেই যোগসূত্রেই প্রকাশিত স্বদেশী মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় স্বতন্ত্র এক রবীন্দ্রনাথকে পাই আমরা। ভাণ্ডারের সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, প্রকাশক ছিলেন কবির স্নেহভাজন স্বদেশ-প্রাণ কর্মী কেদারনাথ দাসগুপ্ত। স্বদেশী আন্দোলন কালে (১৯০৫) এই পত্রিকা প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে সরলা দেবীর 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামক স্বদেশী সামগ্রী বিক্রয়ের দোকান থেকে। রাখী বন্ধন (ভঙ্গ নয়, বন্ধনের প্রতীক) এবং এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' সেদিন জাতির প্রাণে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করে, যা উক্ত 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের আরো অনেক স্বদেশভাবনামূলক গান।

স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে কবির যুক্ত হওয়া এবং তার থেকে সরে আসার কথা তাঁর কিছু রচনায় ছড়িয়ে আছে ; কিছু আছে অবনীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সরলা দেবী প্রমুখ আত্মীয়-পরিজনদের স্মৃতিকথায়। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনকালে স্বদেশী ভাবনায় নিমজ্জিত রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় তাঁর কার্যকলাপ অনুধাবন করলে। স্মর্তব্য রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা সম্পর্কিত তথ্যাবলী পর্যাপ্ত নয়। ভাগ্নী সরলা দেবীর কাছে এ বিষয়ের অনেক কাগজপত্র জমা ছিল, যা নষ্ট হয়ে গেছে। সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী চিন্তাভাবনার অনেকটাই স্বচ্ছ হতে পারে কবিরই সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকার পর্যালোচনায়।

চরিত্রবৈশিষ্ট্যে ব্যতিক্রমী এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের পত্রিকা 'ভাণ্ডার' প্রায় অনালোচিত। এটি সাধারণ কোনো সাহিত্য পত্রিকা নয়। এতে কোনো হাল্কা লেখা, উপন্যাস—ছোটোগল্প নয় ;—কেবলই প্রবন্ধ, শিক্ষা-আন্দোলন, স্বদেশী কবিতা ইত্যাদি দেশোন্নতিমূলক রচনাই মুদ্রিত হোত। সেদিক থেকে এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বদেশী পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা এখানে স্বদেশপ্রেমিক কর্মীর। রবীন্দ্রজীবনের ক্রমবিকাশে এবং সাময়িক পত্রের ইতিহাসেও তাই পত্রিকাটি ঐতিহাসিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমান গবেষণা বিষয়ে অনুসন্ধানের সমাপ্তিতে দেখা গেছে রাবীন্দ্রিক-স্বাদেশিকতার স্বাতন্ত্র্য কোথায় এবং কেমন ভাবেই বা রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশের কর্মযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হয়ে উঠেছিলেন। তার বিস্ময়কর পরিচয় আমরা পেয়েছি 'ভাণ্ডার' পত্রিকার পর্যালোচনায় প্রতি পদে। দেশের জন্য রবীন্দ্রনাথের সে সমস্ত ভাবনা চিন্তার প্রয়োজনীয়তা ও তার প্রাসঙ্গিকতার গুরুত্ব আজও অপরিসীম। যথাসম্ভব তথ্যের ওপর নির্ভর করেই ভাণ্ডার পত্রিকার সূত্রে সেই রবীন্দ্রভাবনা ও কর্ম পরিকল্পনার পরিচয় অন্বেষণ করেছি আমরা।

প্রত্যুষকুমার রীত
২৬.০৯.২০০১.

হাওড়া
মহালয়া, ১৪০৮।

প্রত্যুষকুমার রীত